দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL 20 2002

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রাপ্য অর্থ প্রদানে জটিলতা মৃত ব্যক্তির নামে চেক

চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক : বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট মৃত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্য অর্থ বাবদ চেক প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি করার ফলে প্রাপকরা ভীষণ সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে।

গত ২/৩ দিনে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মৃত ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের নামে প্রায় শতাধিক চেক প্রেরণ করেছে; কিন্তু সে চেকগুলোর ৮০ ভাগই প্রাপকরা ভাঙ্গাতে পারছে না।

মৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্য অর্থের চেক তাদের উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির নামে পাঠানোর নিয়ম থাকলেও, শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট মৃত শিক্ষক-কর্মচারীর নামে চেক পাঠিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মৃত ব্যক্তির নামে প্রেরিত চেকের অর্থ উত্তরাধিকারীগণকে দিচ্ছেন না।

ট্রাস্টের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মৃত শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তির কাছ থেকে দরখাস্ত গ্রহণ করে এবং সে আবেদন ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে। ইতোপূর্বে এভাবেই দরখাস্ত দেয়া হয়েছে এবং চেক এসেছে। চেক ভাঙ্গাতে কোন সমস্যা বা জটিলতা দেখা যায়নি; কিন্তু এবার ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ সরাসরি মৃত ব্যক্তির নামে চেক পাঠিয়েছে। এদিকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে চেক পাঠালেও কোন কোন ক্ষেত্রে পদবী, কোথাও নামের ভুল হওয়ার কারণে তারাও ব্যাংকে গিয়ে হতাশ হচ্ছে। সারাজীবনের প্রাপ্তি নিতে গিয়ে এ জটিলতার শিকার হতে হচ্ছে। এ নিয়ে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মনে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে ভুক্তভোগী শিক্ষক-কর্মচারী ও তার উত্তরাধিকারীরা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি ব্যাংকের গত অর্থবছরের অগ্রগতি

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক চাঁপাই-নবাবগঞ্জ অঞ্চল গত অর্থবছরে ২২ কোটি ২৫ লাখ টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও ১০ হাজার ১শ' ১৮ জন কৃষককে ২২ কোটি ৩৮ লাখ ৯০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে। এদিকে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯ কোটি ৯২ লাখ টাকা; কিন্তু আদায় হয়েছে ৯ হাজার ৮শ' ৩৫ জন কৃষকের কাছ থেকে ২৩ কোটি ৫৭ লাখ ৮৩ হাজার টাকা। আদায়ের হার ১১৮%। গত অর্থবছরে এ ব্যাংকে অঞ্চল ১ কোটি ১৩ লাখ ৫৩ হাজার টাকা লাভ করেছে।